Declaration

I declare that the thesis entitled "চোমং লামার কথাসাহিত্য : স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধানে" has been prepared by me under the guidance of Dr. Nikhil Chandra Ray, Professor, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 04.01.2024

Ashis Debnath

(Ashis Debnath)
Department of Bengali
University of North Bengal

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++
bengali@nbu.ac.in
0353-2580189

DEPARTMENT OF BENGALI
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Raja Rammohunpur, P.O. North Bengal University, Dist.- Darjeeling, Pin-734013, West Bengal, India.

Ref No..... Date.....

Certificate

I certify that Ashis Debnath has prepared the thesis entitled "চোমং লামার কথাসাহিত্য: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধানে" for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work of the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date:

(Dr. Nikhil Chandra Ray)
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language Bangla

Submission Information

Author Name	Ashis Debnath
Title	Chomong Lamar kothashahityo: swatantra swarer sondhane
Paper/Submission ID	1234629
Submission Date	2023-12-18 11:52:17
Document type	Thesis

Result Information

Similarity **0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

08.02.2024

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

চোমং লামা (বিমল ঘোষ)

জন্ম : ১৯২৫, মৃত্যু: ২০১৬

প্রাক্‌কথন

গল্প-উপন্যাস পড়ার আগ্রহ শৈশব থেকেই। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে গল্প-উপন্যাস পড়তাম। মহাবিদ্যালয়ে সাম্মানিক বাংলা বিষয়ে পড়ার সময়ে লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই তুলে পড়তাম। সেই থেকে গল্প-উপন্যাসের প্রতি টান। উত্তরবঙ্গ নিয়ে আগ্রহ আমার সবসময়ই। নানা পত্র-পত্রিকায় নানা গল্প পড়তে গিয়ে চোমং লামার গল্প দেখতে পাই। চোমং লামার 'শিবাভোগ' গল্প আমাকে পাগল করে তুলেছিল। ফালাকাটা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায় চোমং লামার সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ দিয়েছিলেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা ঘুরে ঘুরে তাঁর গল্প উপন্যাস সংগ্রহ করেছিলাম। উত্তরবঙ্গের অসামান্য অরণ্যপ্রকৃতি, চা-বলয়ের জনজীবন তাঁদের সংগ্রাম, সংস্কার, বিশ্বাস, দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু জীবনের কান্না নগর কলকাতার জীবন, সমকালীন সমাজ-রাজনীতিতে ভরপুর তাঁর কথাসাহিত্য। চোমং লামার কথাসাহিত্য নিয়ে কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়কে জানাই। তখনই তিনি আমাকে গবেষণার জন্য অনুমতি দেন।

তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তাঁর পরামর্শে 'চোমং লামার কথাসাহিত্য: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধানে' এই শিরোনামে নিম্নলিখিত রূপে গবেষণা প্রকল্পটিকে মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : জীবনকথা

দ্বিতীয় অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

চতুর্থ অধ্যায় : চোমং লামার গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য

পঞ্চম অধ্যায় : চোমং লামার গল্পে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

ষষ্ঠ অধ্যায় : চোমং লামার উপন্যাসে ইতিহাস ও পুরাণ ভাবনার প্রয়োগ

সপ্তম অধ্যায় : চোমং লামার কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি

অষ্টম অধ্যায় : সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তুলনায় চোমং লামার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান

উপসংহার :

‘চোমং লামার কথাসাহিত্য: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধানে’- এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, মূল্যবান পরামর্শ-উপদেশ দিয়েছেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর চিন্তা, যুক্তি, পরামর্শ এমনকি তাঁর কাজ করার মানসিকতা, উৎসাহ আমাকে এখনো প্রলুব্ধ করে। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং আন্তরিক স্নেহধন্য। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণ এই গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন ‘রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়’-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় ও ‘গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। নানা বইপত্র দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন স্বনামধন্য কবি অমিত কুমার দে মহাশয়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। চোমং লামার সুযোগ্য পুত্র কুন্তল ঘোষ মহাশয় তাঁর সংগ্রহ থেকে চোমং লামা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আমাকে দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ফালাকাটা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে অনেকগুলি বই সরবরাহ করে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন। অনেক দিক থেকেই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ‘গভর্নমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মালদা’-এর অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই গবেষণাকর্মে সবসময় স্যারের সহযোগিতা পেয়েছি। ‘যামিনী রায় কলেজ’-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. কুন্তল সিন্‌হাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। তিনি সবসময়ই গবেষণার কাজে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া ‘সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার মণ্ডল, ‘কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার ভট্টাচার্য, ‘মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়’-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শেখর সরকার, ‘রাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায়, ‘জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায় এবং ‘শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়’-এর অধ্যাপক ড. বিপ্লব কুমার সাহা, ‘শিলিগুড়ি সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়’-এর শিক্ষক ড. ঈশ্বর চন্দ্র বর্মণকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রায় দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এমন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের লেখাগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছি সাধ্যমত, তবুও সংগ্রহ শেষ হয়নি হয়তো। নানান সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক গল্প-তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ‘অপরাজিত অর্পণ’-র

কুণাল নন্দী, ‘উত্তরধ্বনি’-র বীরেন চন্দ, ‘কালিনী’-র নিশিকান্ত সিন্‌হা, ‘অঙ্গীকার’-র গোকুল সরকার, ‘পদ্য’-র কবি রিমি দে, ‘সংবর্তিকা’-র মানবেন্দ্র সাহা, শিক্ষক অনির্বাণ নাগ, কথাসাহিত্যিক বিপুল দাস বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সহযোগিতা না পেলে হয়তো কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। সবাইকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ‘শিলিগুড়ি মহকুমা গ্রন্থাগার’, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ’ শিলিগুড়ি শাখা থেকে চোমং লামা সম্পর্কিত নানা তথ্য পেয়েছি। সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের দু'জন শিক্ষাকর্মী শ্রী রাজীব গোস্বামী ও শ্রী রমেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়কেও। আর শত ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন সুজিৎ রায়- তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অবশেষে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এই কাজে আমার মাতা গীতা দেবনাথ ও পরিবারের সকলেই সবসময় আমার পাশে থেকেছে। একটাই দুঃখ আমার পিতা স্বর্গীয় রঞ্জিত দেবনাথ এই গবেষণাকর্ম দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর প্রতি আমার প্রণতি জানাই। যাঁরা এই গবেষণাকর্মে পরামর্শ, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সবাইকে এই অবসরে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এই গবেষণাকর্মের বানান বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসারে রচিত।

আশিস দেবনাথ

তারিখ: 08.02.2024

(আশিস দেবনাথ)
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়